কা । না । ডা

কানাডার নির্বাচন, ট্রেড শো অভি সমাচার এবং একটি আলোচিত বিয়ে

জসিম মল্লিক, *অটোয়া থেকে*

সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে পল মার্টিনের নেতৃত্বাধীন লিবারেল পার্টি অবশেষে বিজয় ছিনিয়ে নিল। লিবারেল পার্টি শতকরা ৩৭.৯ ভাগ ভোট পায়। অপরদিকে কনজারভেটিভ পার্টি ভোট পায় শতকরা ২৯.২ ভাগ। গত এক মাস ধরে বিভিন্ন জরিপ প্রতিষ্ঠানের জরিপে দেখা গিয়েছিল লিবারেল পার্টির জনপ্রিয়তা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। অপরদিকে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে স্টিফেন হারপারের নেতৃত্বাধীন কনজারভেটিভ পার্টির। তাই সকলেই ধারণা করেছিলেন এবারের নির্বাচনে সরকার গঠন করতে যাচ্ছে কনজারভেটিভ পার্টি। হারপার এমনো বলেছিলেন যে, তার দল মেজরিটি, গভর্নমেন্ট গঠন করবে। কিন্তু নির্বাচনে সব ভবিষ্যদ্বাণী ওলট পালট হয়ে যায়। পল মার্টিনের লিবারেল পার্টি দেশের বিভিন্ন স্থানে ভালো ফলাফল লাভ করে। স্পন্সরশিপ স্ক্যান্ডাল লিবারেল দলকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। নির্বাচনে পরাজয়ের পর কনজারভেটিভ দলের প্রধান হারপার পল মার্টিনকে অভিনন্দন জানান। ফলাফল : লিবারেল পার্টি-১৩১টি আসন, কনজারভেটিভ-৮৯টি, ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিভ-১৮টি, ব্লক কুইবেকা-৫৪টি এবং অন্যান্য ১টি আসন।

নির্বাচনের টুকিটাকি

২৮ জুন নির্বাচনের দিন মনেই হয়নি আজ এ দেশে নির্বাচন হচ্ছে। জীবনযাত্রা অন্যান্য দিনের মতোই স্বাভাবিক। কোথাও কোনো ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। অফিস আদালতও যথারীতি খোলা। অনেক মানুষই নির্বাচন নিয়ে তেমন মাথা ঘামান না। তরুণ তরুণীরা অনেকে জানেই না দেশে নির্বাচন হচ্ছে। কে প্রধানমন্ত্রী হলো আর কে হারলো এসব নিয়ে কারোরই তেমন মাথা ব্যথা নেই। নির্বাচনে যা কিছু উত্তাপ তা শুধু রেডিও টেলিভিশন আর সংবাদপত্রে দেখা গেছে। প্রার্থীরা যার যার বক্তব্য প্রচার মাধ্যমে বলার সুযোগ পেয়েছেন। আর রাস্তার পাশে নির্ধারিত জায়গায় ছোট ছোট প্ল্যাকার্ড দেখা গেছে কে প্রার্থী তার নাম দিয়ে। আমাদের দেশের মতো চিকামারা, মাইক, ব্যানার, লিফলেট, বড় বড় পোস্টার, গেট, ব্যাজ এসব এখানে নেই। মারামারি কাটাকাটি, জালভোট, সূক্ষ্ম কারচুপি এসব চোখে পড়েনি। নির্বাচনের ১ ঘণ্টার মধ্যেই ফলাফল জেনে গেছে জনগণ। কোনো বিজয় মিছিলও চোখে পড়েনি।

কানাডায় ১৪ জন ব্যবসায়ী গায়েব

ট্রেড শো'র নামে কানাডায় এসে অনেকেই লাপাত্তা হয়ে গেছে। বিশাল বহর নিয়ে কানাডার টরন্টোতে অনুষ্ঠিত হলো ট্রেড শো। মহা ধুমধামে অনুষ্ঠিত এই ট্রেড শো'তে কী লাভ হয়েছে তা ভবিষ্যৎ বলতে পারবে। এই বাণিজ্য মেলার নামে কানাডা সফরে এসে লাপাত্তা হয়েছেন ১৪ জন ব্যবসায়ী নেতা ও শিল্প সেক্টর প্রতিনিধি। ভিজিট ভিসায় ১৩ জুন কানাডা এসে আর দেশে ফেরেননি। টরন্টো শহরের মেট্রোকনভেনশন সেন্টারে ১৪-১৬ জুন বাংলাদেশে বাণিজ্য মেলা হয়। মেলার আয়োজক ছিল কানাডাস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশন ও ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন অফিস অব কানাডা। মেলায় অংশ নেয়ার জন্য ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতা ও পণ্য প্রদর্শক প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি প্রতিনিধি দলকে কানাডায় আমন্ত্রণ জানানো হয়। ঢাকার রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) ভাইস চেয়ারম্যান মীর শরিফউদ্দিন ও পরিচালক ফরিদুল হাসানসহ ৫০ জনের একটি প্রতিনিধি দলের তালিকা তৈরি করা হয়। এতে মেলায় অংশগ্রহণের জন্য ১৪টি পণ্য ক্যাটাগরির অধীনে ৪৫টি বাংলাদেশী প্রদর্শক প্রতিষ্ঠানকে রাখা হয়। তালিকা অনুযায়ী ঢাকাস্থ কানাডিয়ান দূতাবাস থেকে ভিসাও দেয়া হয়। তবে ঢাকা চেম্বার প্রতিনিধিদের নামে মাত্র একটি ভিসা বরাদ্দ করায় ওই সংগঠনের কেউ কানাডায় আসেননি। মোট ৪৩ জন প্রতিনিধি নিয়ে এই দল গঠন করা হয়।

বিভিন্ন সেক্টরের ব্যবসায়ী ও শিল্প প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিনিধি ফলে যাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তারা অনেকেই তার সঙ্গে একেবারেই

শ্রদ্ধাঞ্জলি

ড. হুমায়ুন আজাদের অকাল মৃত্যুতে আমরা গভীর শোকাহত। সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সংগ্রামে অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ ছিলেন একজন অগ্রণী সৈনিক। সাম্প্রদায়িকতা, অসাম্য, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর নিরলস সংগ্রাম ও সাহিত্য সৃষ্টি আমাদের কাছে এক শিক্ষণীয় উদাহরণ। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও মানুষের প্রতি ভালোবাসাই হবে তাঁর প্রতি আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রতি আমরা গভীর সহানুভূতি জানাচ্ছি।

ও. পি. রাণা (সহকারী সম্পাদক, হিন্দুস্থান টাইমস), তপন চট্টোপাধ্যায়, (এশিয়ান এজ), সৈফুদ্দিন (রাজনৈতিক ও সমাজকর্মী), ডা. সিদ্ধার্থ গুপ্ত, ড. সোমা গুপ্ত, ডা. শুভজিৎ ভট্টাচার্য, ডা. সত্য রায়, ড. অপূর্ব রায়, প্রসেনজিৎ সেনগুপ্ত, মানস মিশ্র (শিক্ষক), অমর ভট্টাচার্য, (সাংবাদিক, সম্পাদক- নয়া ইস্তাহার), শংকর রায় (সাংবাদিক), শতরূপা সান্যাল (চলচ্চিত্র পরিচালক), পিনাকি ভট্টাচার্য (সাংবাদিক), গৌতম ঘোষ (চলচ্চিত্র পরিচালক), ডরোথী ভট্টাচার্য (শিক্ষক), ইন্দ্রানী ভট্টাচার্য্য (শিক্ষিকা), চন্দন সেনগুপ্ত (কবি ও সমাজকর্মী), সুব্রত রায় (সমাজকর্মী), নির্মল ব্রহ্মচারী (সাহিত্যিক, নরওয়ে), শ্যামলেন্দু গুহ (লেখক ও সংস্কৃতিকর্মী)

ভারত বাংলাদেশ যৌথ মঞ্চ, আগড়পাড়া, কলকাতা

সংশিষ্ট নন। কানাডায় থেকে যাওয়ার মতলবে তারা ইপিবি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ম্যানেজ করে প্রতিনিধি দলে নিজেদের নাম অন্তর্ভুক্ত করান। কানাডা যাওয়ার এক মাস আগে এই প্রতিনিধি দলের প্রত্যেককে ৩ মাসের ভিসা দেয়া হলেও ২০ জুলাইয়ের মধ্যে তাদের দেশে ফেরার সময় বেঁধে দেয়া হয়।

অভি সমাচার

মডেল কন্যা তিন্নি হত্যাকান্ডে অভিযুক্ত সাবেক এমপি গোলাম ফারুক অভি এখন কানাডায়। তিনি সহসাই দেশে ফিরছেন না। কানাডায় স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য তিনি কানাডা সরকারের কাছে আবেদন করেছেন বলে স্থানীয়ভাবে জানা গেছে।

কানাডা সরকার আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থার (ইন্টারপোল) মাধ্যমে বাংলাদেশের পুলিশের কাছে অভির অপরাধ কর্মকান্ড জানতে চেয়েছে। বিষয়টি এখন সিআইডি পুলিশ দপ্তরে রয়েছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে। মডেল কন্যা তিন্নিকে ২০০২ সালের ১০ নবেম্বর রাতে হত্যা করা হয়। পরদিন কেরানীগঞ্জ থানা পুলিশ দ্বিতীয় বুড়িগঙ্গা সেতুর ১১ নম্বর পিলার থেকে তার লাশ উদ্ধার করে প্রথম দাফন করা হয় অজ্ঞাত পরিচয়ে। পরে ১৭ নবেম্বর নিহতের লাশ শনাক্ত করা হয়। অভিযুক্ত অভি বাংলাদেশের পুলিশ ও সিআইডির সহায়তায় পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন কানাডায়। অভি বাংলাদেশে কোনো অপরাধে জড়িত কি না, অপরাধে জড়িত থাকলে কি কি অপরাধে জড়িত তার বিস্তারিত বিবরণ ইন্টারপোলের মাধ্যমে কানাডা সরকার বাংলাদেশ পুলিশের কাছে জানতে চেয়েছে। সিআইডি এ ব্যাপারে প্রতিবেদন তৈরি করেছে বলে জানা গেছে। তবে এ ব্যাপারে অনেকেই সংশয় প্রকাশ করেছে পুলিশের ভূমিকার।

একটি আলোচিত বিয়ের অনুষ্ঠান

অটোয়াতে স্মরণকালের সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ বিয়ে অনুষ্ঠিত হলো সম্প্রতি। বাঙালি কমিউনিটিতে এতো জমকালো বিয়ের অনুষ্ঠান আর কখনো অনুষ্ঠিত হয়নি বলে সবাই জানিয়েছেন। পিংকী আর আরমান এখন মধুচন্দ্রিমা করতে আফ্রিকার একটি দেশে রয়েছেন। ওরা দু'জনই বাঙালি-কানাডিয়ান। চমৎকার জুটি। গোটা অটোয়াতে সাতদিনব্যাপী এই বিয়ের অনুষ্ঠান আলোড়ন সৃষ্টি করে। ব্রাইডেল শাওয়ার দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয় এবং জমকালো ফায়ার ওয়ার্কসের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। প্রবাসে এ রকম একটি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে পারা অনেক পরিশ্রমের ব্যাপার। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সফল সমাপ্তি ঘটে এ অনুষ্ঠানের।

Jasim_mallik@hotmail. Com

দ: । কো । রি । য়া

কো রি য়া র ই ং রে জি

মানুষের জীবনে অনেক স্মৃতি জমা হয়। কোনোটা হাসির, কোনোটা কান্নার, আছে আনন্দের স্মৃতি, আছে বেদনার। প্রবাস জীবন প্রায় ছয় বছর হতে চলল। এখানে কিছু স্মৃতি বা অভিজ্ঞতা আছে আমারও। প্রবাস জীবন আসলেই কষ্টের। তবে তার মাঝেও কিছু ঘটনা, কিছু স্মৃতি আছে যা নিজেকে যেমন আনন্দ দেয়, তেমনি আনন্দ দেয় অন্যকেও। এই প্রয়াসেই এখানে কিছু ঘটনা তুলে ধরা হলো। এসব যদি পাঠক/পাঠিকাদের আনন্দের কারণ হয় তবেই লেখা সার্থক ভাববো। প্রিয় পাঠক, আমরা ইংরেজি কম জানি এটা আমাদের একটা বদনাম, যা দেশে প্রায়ই শুনতাম। কিন্তু উন্নত বিশ্বের প্রভাবশালী দেশ কোরিয়ানদের ইংরেজি জ্ঞান কেমন? নিম্নে ২/৩টি ঘটনা পড়েই ধারণা করুন।

১. ফ্যাক্টরিতে কাজ করছি। কিছু মাল নিয়ে এসেছিল মধ্যবয়সী এক কোরিয়ান। আমাকে দেখে বিদেশী বুঝতে পেরে ও বলে উঠলো, Hey! You made in…? আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছি। মুখে কোনো কথা নেই। ভদ্রলোক আবার বলে উঠলো, 'you made in…?' আমি ভাবছি ও কি বোঝাতে চাচ্ছে। এবার সে বলল, 'I made in korea. You made in…? আমি এবার বুঝতে পারলাম ও কি বোঝাতে চাচ্ছে। হেসে বললাম, 'I made in Bangladesh. ভদ্রলোক বলল Oh! Bangladesh. আমার বন্ধুদের কাছে এ ঘটনা বলেছিলাম। ওরা হাসিতে গড়াগড়ি করেছিল। কেউ কেউ এখনো আমাকে Made in bangladesh বলে ডাকে।

২. আমরা পাঁচ জন বাঙালি এক কোরিয়ানের অধীনে এক ফ্যাক্টরিতে কাজ করতাম। আমাদের মধ্যে দু'জনের সঙ্গে কুরিয়ান লোকটির খুব ভাব হয়ে গেল। ও আমাদের বন্ধু বলে ডাকতো। আমরা ওকে বন্ধু মেনে নিলাম। দীর্ঘদিন একসঙ্গে কাজ করছি। মাঝে মাঝে ওদের বাসায় যাওয়ার জন্য বলতো। কিন্তু সময়ের অভাবে সম্ভব হতো না। একদিন শনিবার বিকেলে এমনভাবে ধরলো যে যেতেই হবে। ওর স্ত্রীকে বলে এসেছে আমাদের নিয়ে যাবে। স্ত্রী রান্নাবান্না করবে, আমরা না গেলে রাগ করবে। তাই রাজি হলাম, কাজ শেষ করে ওর গাড়িতে করেই রওয়ানা হলাম। মাঝে গাড়ি থেকে নেমে ওর দু'বছর বয়সী ছোট্ট মেয়েটার জন্য খেলনা এবং কিছু ফল কিনে নিলাম। ওদের বাসায় ড্রয়িং রুমে আমাদের বসতে দিয়ে বন্ধুটি ভেতরে চলে গেল এবং কিছুক্ষণ পর ওর পুতুলের মতো সুন্দর মেয়ে আর স্ত্রীকে নিয়ে আমাদের কাছে এলো। আমরা দাঁড়িয়ে সালাম দিলাম। মেয়েটিকে কোলে তুলে নিলাম। দীর্ঘদিন একসঙ্গে কাজ করে ওর মুখে কখনো ইংরেজি শুনিনি। অথচ বৌ'র কাছে বাহাদুরি দেখানোর জন্যে আমাদের সঙ্গে বউকে পরিচয় করিয়ে দিল এই বলে, 'বাহার Your wife' পেট ফেটে হাসি আসতে লাগলো। হাসি চাপার জন্য অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। টের পেলাম বন্ধুর বউটি ভেতরে চলে গেছে। পেছন পেছন বন্ধুও। এবার আমাদের দু'বন্ধুর হাসিতে গড়াগড়ি অবস্থা। ভেতরে কিছু উচ্চকণ্ঠের কথা শোনা যাচ্ছে। বউটি আচ্ছামতো বন্ধুকে বকছে। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে কেউ আর ড্রয়িং রুমে আসছে না। আমি ভেতরে গিয়ে কিছুই হয়নি এমন ভাব ধরে বললাম, পেটে খুব খিদে তাড়াতাড়ি খাবার দিতে। খেয়ে দেয়ে অস্বস্তি থেকে মুক্তি দিতে আমরা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম। যদিও আমাদের ফেরার কথা ছিল পরদিন। পরে আমরা বন্ধুটিকে 'Your wife' বলে ডাকতাম।

৩. ট্যাক্সিতে কোথাও যেতে গেলে ড্রাইভার কোরিয়ান ভাষা জানা বিদেশী যাত্রী পেলে গল্প শুরু করে দেবে। কোন দেশ থেকে এসেছি, বয়স কতো, বিয়ে করেছি কি না। না করলে গার্লফ্রেন্ড আছে কি না। কি চাকরি করি, বেতন কত পাই- এরকম অনেক ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ, যা অনেক সময় বিরক্তির ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। বিক্রমপুরের আমার এক বন্ধুসহ এক জায়গায় যাচ্ছি। যথারীতি ড্রাইভারের খাজুরে আলাপ। ড্রাইভার জিজ্ঞেস করলো, কোন দেশ থেকে এসেছি। আমি বাংলাদেশ বলতে যাব এমন সময় বন্ধুটি হঠাৎ বলে উঠলো, 'বিক্রমপুর'। ড্রাইভার আবার জিজ্ঞেস করলো কোন দেশ? বন্ধুটি আবার বলল বিক্রমপুর। ড্রাইভার নীরব হয়ে রইলো। আমার পেট ফেটে হাসি আসতে লাগলো। বন্ধুটি আমাকে বলল, চুপ থাক। শালা আজ কথা বলার সুযোগ পাবে না। ড্রাইভার অনেকক্ষণ ভাবলো, হয়তো বিক্রমপুর নামের কোনো দেশ আছে এটা মনে করতে পারল না। এবার জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা বিক্রমপুর কোথায় এশিয়া, ইউরোপ না আফ্রিকায়? বন্ধুটি বলল, এশিয়ায়। সিঙ্গাপুর চেনো? ড্রাইভার বলল, হ্যাঁ। বন্ধুটি বলল, সিঙ্গাপুরের পাশে বিক্রমপুর। ড্রাইভার আবার ভাবনায় পড়ে গেল। কপালে চামড়ার ভাঁজ দেখেই বোঝা যাচ্ছে খুব চিন্তা করছে বিক্রমপুর খুঁজে বের করতে। ড্রাইভারকে এ ভাবনা-চিন্তায় রেখে আমরা দু'বন্ধু নেমে পড়লাম। 'বিক্রমপুর খুঁজতে খুঁজতে আজ শালার মাথা খারাপ হয়ে যাবে।' বন্ধুটি বলল।

মোঃ আবুল বাহার, e-mail : mabahar2003@yahoo. com.
Bahar 302000@yahoo. com, সিউল, দঃ কোরিয়া

হ া ল্যা া ন্ড

চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের সেরা ছাত্রটি এখন হল্যান্ডে রাষ্ট্রদূত

ষাট-সত্তর দশকের দিকে দেশের হাতে গোনা সেরা কয়েকটি স্কুলের মধ্যে যে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল অন্যতম ছিল তা বলা বাহুল্য। ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফলাফলে বরাবর প্রতিযোগিতা হতো ক্যাডেট কলেজের সঙ্গে। সেরা সেরা শিক্ষকের পাশাপাশি মেধাবী ছাত্রের সমাবেশ ছিল কলেজিয়েট স্কুলে। মেধাবী হলে কী হবে! দুষ্টেরও শিরোমণি ছিল স্কুলের ছাত্ররা। তাদেরই কল্যাণে প্রায় প্রতিটি শিক্ষকের কপালে জুটেছিল পৃথক নাম। আমাদের সময় প্রধান শিক্ষক বেঁটে-খাটো সিরাজুল হক হলেও কখনো কোনো ছাত্রকে ওই নামে ডাকতে শুনিনি। সিরাজুল হকের চাইতেও উনি বেশি পরিচিত ছিলেন 'চম্পাকলা' হিসেবে। চম্পাকলার মতো তার গায়ের রঙ বলে এই নাম দেয়া কি না জানি না। তেমনি মুখলেসুর রহমান (স্মৃতিতে যদ্দুর মনে পড়ে) নামে আর এক বেঁটে-খাটো শিক্ষকের উপাধি জুটেছিল 'ব্যাটারি'। কালাপানি, ভেড়া, রেড মাঙ্কি এমনি কতো যে নাম রয়েছে কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষকদের, তা আজ এদ্দিন বাদে সব মনে পড়ে না। এ নামগুলো ছাত্রদের এমনই মুখে মুখে ঘুরতো যে ওই নামের ভিড়ে তাদের আসল নামটিই হারিয়ে যেতো। আমরা বলতাম আজ ব্যাঙের ক্লাস, কিংবা ভেড়া আজ আসবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। মনে পড়ে আমরা যখন ক্লাস নাইনে, আবদুল্লাহ নামে ছাগলা দাড়িওয়ালা এক শিক্ষক আমাদের স্কুলে যোগ দিলেন। প্রথম দিন উনি ক্লাস নিলেন। ভালোভাবেই গেল দিনটি। দ্বিতীয় দিন উনি ক্লাসে আসার আগে সহপাঠী এবং আমাদের স্কুলেরই বাংলা শিক্ষক সাহিত্যিক ওয়াহিদুল আলমের ছেলে মাসুদ (অঙ্কনে সে তখন থেকেই খুব ভালো ছিল, পরবর্তীতে ফাইন আর্টস নিয়ে পড়াশুনা করে এবং বর্তমানে আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত) ব্ল্যাকবোর্ডে ভেড়ার ছবি এঁকে তার নিচে লিখে দিল- আবদুল্লাহ।

ক্লাসে ঢুকেই আবদুল্লাহ স্যারের নজর গেল বোর্ডে। গেলেন ভীষণ ক্ষেপে। একে একে সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন কে এঁকেছে। কেউ কোনো উত্তর দিলো না। কেননা, আগেই ঠিক করে রাখা হয়েছিল কোনো প্রশ্ন বা মারের হুমকির মুখে কেউ মুখ খুলবে না। বেত হাতে স্যার বললেন, 'তোমরা যদি না বলো তার শাস্তি স্বরূপ সবাইকে বেত মারা হবে।' মজার ব্যাপার হলো, ক্লাসের প্রায় জনা চল্লিশের কেউ মাসুদের নাম না বললেও মারের ভয়ে মাসুদের পাশে বসা তারই নিকটআত্মীয় সাহিত্যিক আবুল ফজলের ছেলে মকসুদ মাসুদের নাম বলে দিলো। আর যায় কোথায়! বেত উঠলো মাসুদের পিঠে। মাসুদ গেলো ক্ষেপে মকসুদের ওপর। ক'দিন পাশাপাশি বসেনি বটে কিন্তু রাগ থেমে যেতে আবার দু'জনকে দেখা গেল দরোজার মুখে প্রথম সারির কোনায় পাশাপাশি বসতে।

কলেজিয়েট স্কুলে আমারও রয়েছে মজার অভিজ্ঞতা। কয়েক মাস মর্নিং শিফটে ক্লাস করে বদলি হয়েছি ডে-শিফটে। এমনিতে অঙ্কে বরাবর কাঁচা। মাইনাস পাঁচ পেয়েছি তেমন স্কুল রেকর্ডও রয়েছে, যদিও ম্যাট্রিকে বেশ ভালোভাবেই উৎরে গেছি। ডে-শিফটে আমার প্রথম অঙ্ক ক্লাসের অভিজ্ঞতা আজো ভুলিনি। বসে রয়েছি দুরু দুরু বক্ষে। কেননা আগেই উল্লেখ করেছি অঙ্কে বরাবরের কাঁচা, তদুপরি নতুন শিক্ষক এবং কড়া শিক্ষক। ঘণ্টা পড়ার সেকেন্ড কয়েক বাদে এলেন বুড়ো ধরনের অঙ্কের শিক্ষক। এতোগুলো বছর পর তার আসল নামটি মনে না পড়লেও ছাত্রদের দেয়া নামটি কিন্তু স্পষ্ট মনে রয়েছে। তাকে ডাকতাম 'ব্যাঙ' বলে। একে একে সব ছাত্র কয়েক দিস্তা সম তাদের অঙ্ক খাতা ব্যাঙের সামনে টেবিলের ওপর জমা দিলো। উনি একটির পর একটি দেখে চলেছেন আর কোনো ভুল দেখলে ডেকে বা দাঁড় করিয়ে তা শুধরে দিচ্ছেন। এক পর্যায়ে এলো আমার পালা। যেন ময়লা লেগেছে তেমনি করে আমার খাতাটি দু-আঙুলে উপরে তুলে ধরে চশমার ফাঁক দিয়ে আমাদের দিকে দৃষ্টি ছুড়ে দিয়ে জানতে চাইলেন, এটি কার? ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়ে মৃদু স্বরে 'আমার' বলতেই রাগত স্বরে, 'এতো চিকন খাতা কেন, কাল থেকে মোটা খাতা আনবি' বলে আমার দিকে ছুড়ে মারলেন এক দিস্তার খাতাটি। পরদিন থেকে যদ্দিন ব্যাঙ আমাদের অঙ্ক পড়াতেন, কয়েক দিস্তার খাতা নিতে আর কোনো দিন ভুল করিনি। এর পর অবশ্য আমাদের অঙ্ক পড়াতে শুরু করলেন ডি এল সাহা নামে এক অতি স্মার্ট, সুদর্শন এবং দক্ষ শিক্ষক এবং তারও পরবর্তী সময়ে আর এক বেঁটেখাটো শিক্ষক, যার নামটা এই মুহূর্তে কিছুতেই মনে করতে পারছিনে।

কলেজিয়েট স্কুলের এমনি কতো যে মজার কাহিনী রয়েছে তা বলে-কয়ে শেষ করা যাবে না। ব্যাটারি নামে ছোটখাটো শিক্ষক তো বলতে গেলে ছিলেন চলন্ত রাইম। কথায় কথায় ছন্দ মেলানো ছিল তার অভ্যেস। ছন্দ মিলিয়ে তিনি পেতেন আনন্দ, আমরা শুনে। একবার ক্লাসে সহপাঠী অশোককে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ্যাই তোর নাম কী রে?'

'আশোক রায়।' মুহূর্তে ছন্দ মিলিয়ে বলে উঠলেন :

' অশোক কুমার রায়/ দেখনি আমার দিকে কেমন করি চায়।'

আর একবার সহপাঠী বন্ধু সদরুল পাশা দুষ্টুমি করছিল। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ্যাই তোর নাম কী?'

'স্যার, সদরুল পাশা।' ছন্দ মেলাতে বেগ পেতে হয়নি তার। বলে উঠলেন, 'সদরুল পাশা/ করিয়ো না মাইরের আশা।' আজ দুজনের একজনও বেঁচে নেই। ব্যাটারি পরিণত বয়সে গত হলেও বছর কয়েক আগে অকালে মৃত্যুবরণ করে সহপাঠী বন্ধু সদরুল।

কলেজিয়েট স্কুলকে নিয়ে আমাদের গর্বের অন্ত ছিল না। শিক্ষকরাও গর্ব করতেন তাদের মেধাবী ছাত্রদের নিয়ে। আর এ অতি মেধাবীদের একজন, আটাত্তরের ব্যাচের সবচাইতে মেধাবী ছাত্রটি এখন উত্তর সাগর পাড়ের দেশ এই হল্যান্ডে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত। যোগ্যতম ব্যক্তিটি যে যোগ্য স্থানে তা

ফি া ন া ল্যা া ন্ড

ফিনিস ফোরাম ফর সাউথ এশিয়া গঠিত

ফিনল্যান্ডে বসবাসরত দক্ষিণ এশিয়ানদের সংগঠন ফিনিস ফোরাম ফর সাউথ এশিয়া (FINNFSA) নামের একটি সংগঠন আত্মপ্রকাশ করেছে। ইতিমধ্যে সংগঠনটি ফিনল্যান্ডে রেজিস্ট্রিও করা হয়েছে। সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য ফিনল্যান্ডে বসবাসরত দক্ষিণ এশিয়ানদের স্বার্থ সংরক্ষণ, দঃ এশিয়ার সংস্কৃতি ফিনিস সমাজে তুলে ধরা এবং দঃ এশিয়ার দেশগুলোর দুর্বল জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে ফিনিস সরকার এবং সিভিল সোসাইটি প্রতিনিধিদের সঙ্গে কাজ করা। সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা হলেন : মজিবুর রহমান দফতরি- প্রেসিডেন্ট, আব্দুল রেহমান আফ্রিদি- ভাইস প্রেসিডেন্ট, আন্নুকা সেপ্পাভুওরি-সেক্রেটারি জেনারেল, মোঃ আসাদুজ্জামান- কালচারাল সেক্রেটারি, খন্দকার আকতারুজ্জামান- ট্রেজারার।

জামান সরকার, হেলসিংকি, ফিন্‌ল্যান্ড

বলা বাহুল্য। মাস ছয়েক আগে বন্ধু সাংবাদিক দৈনিক ইত্তেফাকের চট্টগ্রাম ব্যুরো প্রধান মনসুর (ওসমান গনি মনসুর) ই-মেইলে যখন জানালো তার সহপাঠী চট্টগ্রামের লিয়াকত আলী চৌধুরী হল্যান্ডে বাংলাদেশে রাষ্ট্রদূত হিসেবে যোগ দিয়েছেন, তখন চোখ বন্ধ না করেই এবার পিছু ফিরে তাকালাম। নিশ্চিত হবার জন্য মনসুরকে পাল্টা ই-মেইল করে জানতে চাইলাম এই লিয়াকত আলী চৌধুরী কলেজিয়েট স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র কি না? কেননা, আমাদের দু'বছর আগের ব্যাচে একই নামে অতি মেধাবী এক ছাত্র ছিলেন যার উদাহরণ প্রায়শই আমাদের ক্লাসে দিতেন ওয়াহিদুল আলম নামে বাংলার শিক্ষক। মনসুর যখন জানালো হ্যাঁ উনি কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র, তখন আর সন্দেহ রইলো না যে মনে মনে যাকে ধরে নিয়েছিলাম ইনি সেই ব্যক্তিটিই হবেন। খুব ভালো লাগলো। ভালো লাগলো এই জেনে যে আমাদেরই স্কুলের সেরা ছাত্রটি এখন ইউরোপের অতি উন্নত দেশ, হল্যান্ডে।

দূতাবাসের সঙ্গে দীর্ঘদিন কোনো যোগাযোগ নেই, রাখিনি। নানা কারণে বিগত বছরগুলোতে ওদিক মাড়াইনি। কিন্তু হল্যান্ডে প্রথম যখন বাংলাদেশের দূতাবাস খোলা হয়, সে সময় ড. তৌফিক আলীর সঙ্গে ছিল বেশ ঘনিষ্ঠতা। সামাজিকতার গন্ডি পেরিয়ে পারিবারিক অনুষ্ঠানাদিতেও ছিল আমাদের আসা-যাওয়া। কিন্তু তার উত্তরসূরি রাষ্ট্রদূত গিয়াস উদ্দিন দূতাবাসকে দলীয় রাজনীতিতে এমন নোংরাভাবে জড়িয়ে ফেলেন যে বিশেষ করে রাজনৈতিক দলের বাইরে অন্যরা ছিল অনাকাঙ্ক্ষিত এবং নানা হয়রানির শিকার। সরকারি কর্মকর্তা হয়ে তিনি প্রকাশ্য সভায় নিজেকে বঙ্গবন্ধুর সৈনিক হিসেবে পরিচয় দিতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। বঙ্গবন্ধুর সৈনিক হিসেবে তিনি গর্ববোধ করতেই পারেন। সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু তাই বলে দূতাবাসকে দলীয় সংকীর্ণতায় বেঁধে নেবেন এবং ওই মতবাদে বিশ্বাসী নয় যারা তাদের হয়রানি করবেন তাই বা কী করে মেনে নেয়া যায়! শুধু তাই নয়, বাংলাদেশ কল্যাণ সমিতি নামে দলমত নির্বিশেষে সব প্রবাসী বাংলাদেশীদের যে সংগঠনটি দীর্ঘ দিন ধরে হল্যান্ডে সক্রিয় ছিল তা তিনি তার দলীয় কয়েকজন প্রবাসী বাংলাদেশী ও হেগ্ শহরে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনে কর্মরত জনৈক আওয়ামী নেতার সহযোগে নিজ দলের প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেন পৃথক কমিটি। নষ্ট করে দেন এতোদিনকার সুন্দর পরিবেশ, প্রবাসীদের এতোদিনকার সম্প্রীতি। এই বলে অলিখিত ঘোষণা দেন যে, দূতাবাসে কোনো কাজ উপলক্ষে কাউকে আসতে হলে তা দলের লোকদের মাধ্যমে আসতে হবে। পরিবেশ এমনই হয়ে ওঠে যে, দূতাবাসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে হেগ্ শহরে অবস্থিত আন্তর্জাতিক সংস্থায় কর্মরত ওই অস্থায়ী বাংলাদেশীর সঙ্গে জনৈক বিএনপি নেতার তর্ক এক সময় হাতাহাতির পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে। সে অবধি আমার মতো অনেকেই হয়ে উঠেছিল দূতাবাস বিমুখ। সে এক দীর্ঘ অধ্যায়। এই স্বল্প পরিসরে তা বলে শেষ করা যাবে না।

অনেক দিন পর, বুঝি অনেকগুলো বছর পর গেলাম দূতাবাসে। নতুন রাষ্ট্রদূত, আমাদের স্কুলের সেরা ছাত্র লিয়াকত আলী চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে। ইতিমধ্যে ফোনে নিজের পরিচয় দিয়ে আলাপ করেছিলাম। দেখা হলো তার চেম্বারে। এখনো তেমনটি রয়েছেন লিয়াকত ভাই। তেমন বদলাননি। বদলেছে শুধু তার পোশাক। কেননা, কলেজিয়েট স্কুলে আমাদের ড্রেস ছিল সাদা পায়জামা ও সাদা শার্ট। আমার চোখে সেই সাদা ড্রেস পরা লিয়াকত ভাই ভাসছিল। উল্লেখ্য, লিয়াকত ভাইয়ের সহোদর মোহাম্মদ আলী চৌধুরী, একই স্কুলের আর এক অতি মেধাবী ছাত্র আমার সহপাঠী। সে এখন ঢাকায় বুয়েটে শিক্ষকতা করছে। দীর্ঘক্ষণ আলাপ হলো তার সঙ্গে। কথার ফাঁকে ফাঁকে উঠলো দূতাবাসের বিরুদ্ধে প্রবাসী বাংলাদেশীদের অভিযোগ। আলাপচারিতা শেষে বিদায় দিতে গিয়ে দূতাবাসের সিঁড়ি বেয়ে বাইরে ঠান্ডায় নেমে এসেছিলেন তিনি। প্রমাণ করলেন এখনো তিনি আমাদের সেই অতি সাদাসিধে মেধাবী ছাত্র লিয়াকত ভাইটি রয়ে গেছেন। এর আগে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'দূতাবাস বিশেষ দলের হবে কেন? আমার দরোজা সবার জন্য খোলা। কোনো সমস্যা থাকলে আমার কাছে যে কেউ সরাসরি আসতে পারে।' প্রবাসীদের সমস্যা রাতারাতি দূর হবে সে আশা করিনে, সেটা করা বোধকরি ঠিকও হবে না, কেননা, দূতাবাসেরও রয়েছে সীমাবদ্ধতা। তবে প্রশমিত হবে সে আশা রাখি।

বিকাশ চৌধুরী বড়ুয়া
Dr. J Presserst 30
2552 Ln Den Haag, Holland
070-3818204 (Tel)

ঋতুরঙা শিল্পীগোষ্ঠী...

গত ১ আগস্ট কুয়েতের ঐতিহ্যবাহী ঋতুরঙা শিল্পীগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মনির হোসেন মন্টুর সভাপতিত্বে ২০০৪-২০০৬ সাল মেয়াদকালে সম্মেলনের লক্ষ্যে গোষ্ঠীর অন্যতম উপদেষ্টা প্রকৌশলী জাকারিয়া সাঈদকে আহ্বায়ক এবং সাঈদ আলী রেজু ও প্রকৌশলী রফিক উদ্দিন আহমেদকে যুগ্ম আহ্বায়ক, আবুল বাশারকে সদস্য সচিব, মোঃ কলিম উল্লাহ ভুঁইয়া টুটুল ও জহুরুল কাইয়ুম বাহারকে যুগ্ম সচিব করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়। আহ্বায়ক কমিটির তত্ত্বাবধানে সম্প্রতি অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে সম্মেলন কমিটির আহ্বায়ক প্রকৌশলী জাকারিয়া সাঈদের সভাপতিত্বে সম্মেলনের কার্যক্রম শুরু হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রবাসী সাংবাদিক পরিষদের সভাপতি মুরাদ হোসেন লোকমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন চ্যানেল আই প্রতিনিধি মির্জা ছাব্বির আহমেদ। সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্য সরদার আকতার হোসেন বাবুল। সম্মেলনে উপস্থিত সব সদস্যের সম্মতিক্রমে রফিক আহম্মেদ ও আবুল বাশারের নেতৃত্বে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। উক্ত নির্বাচনে মনির হোসেন মন্টু সভাপতি ও মোঃ কলিম উল্লাহ ভুঁইয়া টুটুল সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এছাড়া ২০০৪-২০০৬ মেয়াদের কার্যকরী পরিষদের বাকি পদসমূহে যারা নির্বাচিত হন তারা হলেন- সিনিয়র সহ-সভাপতি হাবিবুর রহমান হাবিব, সহ-সভাপতি আবদুল করিম, জহুরুল বাহার কাইয়ুম, মোস্তাক আহম্মেদ, শাহ নেওয়াজ নজরুল, সহ-সাধারণ সম্পাদক রাজু আহম্মেদ মানু, যুগ্ম সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, মিজানুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক জালাল আহম্মেদ, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ আবু মুছা পাটোয়ারী, অর্থ সম্পাদক গিয়াস উদ্দিন রুমী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মিসেস সায়মা মনির মিনু, সহসাংস্কৃতিক সম্পাদক বিষু দাশ, নাট্য সম্পাদক দিদারুল আলম, প্রকাশনা সম্পাদক সাইদুর রহমান হিরু, প্রচার সম্পাদক কামাল হোসেন, সহপ্রচার সম্পাদক শরাফত মিয়া, দপ্তর সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম, মহিলা সম্পাদিকা নাসিমা জাফর, সমাজকল্যাণ সম্পাদক নূরুল ইসলাম, আন্তর্জাতিক সম্পাদক মোহাঃ মাছুম, আপ্যায়ন সম্পাদক আফজাল হোসেন, কার্যকরী সদস্য মেসবাহ উল আলম ফারুক, এ কে আজাদ, মোহাম্মদ মুসা, জাহেদ চৌধুরী, গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী, আতাউর রহমান মামুন, মোহাম্মদ ওলিউর রহমান, হাকিম আলী সরদার, শাহ আলম, শিপন মনির, জিয়া উদ্দিন, মতিউর রহমান। নির্বাচন শেষে এক ভোজসভার আয়োজন করা হয়।

মির্জা ছাব্বির আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রবাসী সাংবাদিক পরিষদ, কুয়েত